

প্রশ্ন: হুদায়রিয়া সন্ধির একটা শর্ত ছিল মুসলিম হয়ে যে মদীনায় আসবে তাকে কুরাইশের নিকট ফেরত পাঠানো। আর এই জন্যই আবু বাসীর রা: এর সাথে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল। এখানে কিছু ব্যক্তি এই সন্দেহটাকে ছড়াচ্ছে এবং কুরাইশের নিকট আবু বাসীর রা:কে সোপর্দ করার ঘটনা দ্বারা ইয়াহুদী-খ্রিষ্টান ও ত্বাণ্ডতদেরকে সাহায্য করা ও মুজাহিদদেরকে তাদের কাছে সোপর্দ করা জয়েজের উপর দলীল পেশ করছে। এবং গোয়েন্তানামো, বাগরাম ও তাদের গোপল কারাগারগুলোহ আমাদেরকে ইহার ব্যাখ্যা ও উদাহরণের প্রয়োজনীয়তা মুক্ত করে দিয়েছে। তো তাদেরকে কি ভাবে জবাব দেয়া হবে ?

উত্তর: ইহা একটা ভ্রান্ত ত্বাণ্ডতী যুক্তি। আসল দলীলের সাথে কিসকৃত বিষয়ের কোন সম্পর্কই নেই যে তার হুকুমের একই হবে। আসল দলীল হচ্ছে আল্লাহর নবী (সা); যার ব্যপারে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

يُرْحَى وَخِي إِلَّا هُوَ إِنَّ * الْهُوَى عَنْ يَنْطِقُ وَمَا

অর্থ “ এবং প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না। নিশ্চই ইহা ওহী, যা প্রত্যদেশ হয়” এই জন্যই দুর্বলদেরকে ফেরত পাঠানোর সময় বলেছিলেন:

(ومخرجاً فرجاً المصدع فبين من معك ولان لك جاعل الله فإن واحد تسبب صد بر جندل أبايها) : قال البخاري عند هذا

(হে আবু জানদাল! ধৈর্য ধারণ কর, নিশ্চই আল্লাহ তায়ালা তোমার ও তোমার মত অন্যদের জন্য মুক্তি ও বের হওয়া পথ করে দিবেন।) ইহা বুখারী বর্ণনা;

. بـ لا فعل كان وكذلك ؛ (ومخرجاً فرجاً له الله س يجعل جاءنا ومن) : مـ لم صد يح وفي

মুসলিমে আছে: আমাদের নিকট যেই আসবে আল্লাহ তায়ালা তার জন্য মুক্তি ও বের হওয়া পথ করে দিবেন।

ইবনে হাজম রা: আল-আহকাম কিতাবে লেখেন (৫/২৬) :

لم وسلم عليه الله صلى النبي أن (5/26) الإحكام في قال حديث حزم ابن عليه نص ما هو وهذا في يفتنون لا أنهم وجل عز الله أعلمه وقد إلا المدة تلك يف المسلم من أهدأ الكفار إلى يرد ل نبيه واصفاً وجل عز الله قال وقد) : قال أن إلى ... (بدولا سينجون وأنهم ذنباهم في ولا دينهم النبي إخبار أن فأيقنا ، [يوحى وحى إلا هو إن الهوى، عن ي نطق وما] وسلم عليه الله صلى وحى ومخرجاً فرجاً له الله في سيجعل مسلماً قریش ك فار عند من جاءه نم ب أن وسلم عليه الله صلى منهم أتاه لمن والأخرة الذنبا مكروه من شك بلا المعصمة فصحت فيه، داخلة لا صديح الله عند من أحد يعلمه لا أمر وهذا النظر، ي حقق مسلم ذلك في ي ستریب لا الكفار، أيدي من نجاته تم حتى في أن ولا الشرط هذا ي شرط أن لمسلم ي حل ولا ، وسلم عليه الله صلى ي النب ب عد الناس من تعالى وبالله رسوله إلى به تعالى الله أوحى ما الغيب علم من عنده ليس إذ شرطه إن به . أه) ال توفي يق .

“আল্লাহর নবী (সা) ঐসময় মুসলমানদের মধ্য থেকে কাউকে ফেরত পাঠান নাই তবে আল্লাহ তায়ালা তাকে জানিয়েছেন যে, তারা তাদের দ্বীন-দুনিয়ার ক্ষেত্রে কোন ধরনের সমস্যায় পতিত হবে না এবং অতি শিঘ্রই তারা মুক্তি পাবে আর ইহা অবশ্যই হবে। এই পর্যন্ত বলেছেন: আল্লাহ তায়ালা তার নবীকে *গুনাখিত করে বলছেন: “ তিনি প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না। নিশ্চই ইহা ওহী, যা প্রত্যদেশ হয়” অতঃপর আমরা ইহা বিশ্বাস করে নিলাম যে, মুসলমানদের মধ্য থেকে যারা কুরাইশের কুক্ষারদের কাছ থেকে তার নিকট আসবে তাদের জন্য আল্লাহ তায়ালা মুক্তি ও বের হওয়ার পথ তৈরি করার খবরটা আল্লাহ তায়ালা পক্ষ থেকে ওহী যাতে কোন অতিরঞ্জন নেই। অতঃপর নিস্বন্দেহে তাদের মধ্য থেকে যারা এসেছে তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের সমস্ত অনিষ্টতা থেকে মুক্তি মিলেছে এমনকি তারা

কুক্ষাদেব হাত থেকেও স্বাধীন হয়ে যার। গভীর দৃষ্টিসম্পন্ন কোন মুসলিম ইহা অস্বিকার করতে পারবে না। আর ইহা (তাদের ভবিষ্যত মুক্তির সংবাদ) এমন এক বিষয় যা আল্লাহ নবী (সা) এর পর কোন মানুষের জন্য জানা সম্ভব নয়। তাই কোন মুসলিমের জন্য এই ধরনের শর্ত করা বা শর্ত করা হলে তা পূর্ণ করা জায়েজ নয়। কেননা আল্লাহ তায়ালা ওহীর মাধ্যমে তার রাসূলের নিকট যে গায়েবের ইলম জানিয়েছেন কোন মানুষের নিকট তা নেই”

অপর দিকে যার হুকুমকে ইহার সাথে মিলানো ইচ্ছা করা হয়েছে তারা হচ্ছে তাগুত যারা আমেরিকাকে বন্ধু বানিয়েছে এবং মুজাহিদ্দের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করেছে। তারাই ঐসমস্ত ব্যক্তি যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা পরিচয় করিয়েছেন এই ভাবে:

(يُؤْفَكُونَ أَنَّى اللَّهُ قَاتِلَهُمْ فَاحْذَرُوهُمْ أَلَعَدُوُّهُمْ)

তারাই শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে সতর্ক হোন। হত্যা করুন আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে। তারা কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছে ? (মুনাফিকুন-৪)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেছেন:

الْمُعْتَدُونَ هُمْ وَأُولَئِكَ ذِمَّةٌ وَلَا إِلَّا مُؤْمِنٍ فِي يَرْقُبُونَ لَا : سد بحاذه وبه قوله

তারা মর্যাদা দেয় না কোন মুসলমানের ক্ষেত্রে আত্মীয়তার, আর না অঙ্গীকারের। আর তারাই সীমালংঘনকারী। (তাওবা:১০)

আল্লাহ তায়ালা অন্য আয়াতে বলেছেন:

إِلَى كَفَرُوا وَالَّذِينَ ۖ يُغْلَبُونَ ثُمَّ رَمَحَهُمْ عَلَيْهِمْ تَكُونُ ثُمَّ فَسَيُنْفِقُونَهَا ۖ اللَّهُ سَبِيلٍ عَنْ لِيَصُدُّوا أَمْوَالَهُمْ يُنْفِقُونَ كَفَرُوا الَّذِينَ إِنَّ
(۸:۳۶ يُحْشَرُونَ جَهَنَّمَ

নিঃসন্দেহে যেসব লোক কাফের, তারা ব্যয় করে নিজেদের ধন-সম্পদ, যাতে করে বাধাদান করতে পারে আল্লাহর পথে। বস্তুতঃ এখন তারা আরো ব্যয় করবে। তারপর তাই তাদের জন্য আক্ষেপের কারণ হয়ে এবং শেষ পর্যন্ত তারা হেরে যাবে। আর যারা কাফের তাদেরকে দোযখের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

এবং তারা ইহা ভাল ভাবেই জানে ও বিশ্বাস করে যে, দ্বীনের শত্রুদের থেকে তাদের বন্ধুদের নিকট যখন মুসলমানদেরকে সোপর্দ করবে তখন তারা অবশ্যই তাদেরকে হয়ত হত্যা করবে না হয় কষ্ট দিবে ও কঠিন শাস্তি দিবে। এবং অনেক সময় তারও ভিটে-ভূমি ছিনিয়ে নেয়া হয় অথবা দ্বীনকে ধ্বংস করে দেয়া হয় তা সত্ত্বেও ইহারা একই কাজ করে যায় !! এবং যে জিহাদকে তারা সন্ত্রাস নামে অভিহিত করে তাকে ধ্বংস করার জন্য তাদের আগ্রাসন চালিয়ে যাওয়ার আদেশ দেয়।

সুতরাং সূর্য থেকে জমিন কতইনা দূরে !!!

আর যেহেতু তাদের কিয়াসটা এখানে সঠিক নয় তাই ইবনে আ'রাবী তার আহকামুল কুরআনে বলেছেন (৪/১৭৮৯):

(و سلم عليه الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز ف لا إله إلا الله سلم من يرد أن على عقده ف أما)

আর এই ধরনের চুক্তি করা যে, যেই মুসলমান হবে তাকে তাদের কাছে ফিরিয়ে দেয়া হবে তা আল্লাহর নবীর পর কারোর জন্য জায়েজ নয়।